ALL MEDIA COVERAGES OF ADVOCACY MEETING WITH MD. MASHIUR RAHMAN RANGA MP FOR BANNING PRODUCT DISPLAY AT POINT OF SALE TO SAVE YOUTH:

1)

8 December, 2020.

3. ‘Ban of tobacco products display at sale-points essential to save youth’

‘Ban of tobacco products display at sale-points essential to save youth’

By Bangladesh Post Desk

Published : 08 Dec 2020 09:43 PM | **Updated** : 08 Dec 2020 09:43 PM

- 83 Shares

Chief Whip of the Opposition and Rangpur-1 lawmaker Moshiur Rahman Ranga MP said display of tobacco products at the point of sale and the electronic cigarette- both attract the youth of the world and the country.

Banning of tobacco products display is essential to save the youth. However, alternative employment has to be ensured for the tobacco cultivators as they are people from the lower-income group, he added.

Ranga made the remarks when the Tobacco Control (TC) Team Members of the Health Sector, Dhaka Ahsania Mission met the lawmaker on Monday.

They discussed elaborately on the loopholes of the current Tobacco Control Law and emphasised on the urgency of the law amendment.

Ranga said he would request Prime Minister Sheikh Hasina to take effective measures to address the loopholes in the TC law.

“These loopholes in the law are also obstructing the implementation of Prime Minister Sheikh Hasina’s declaration to make Bangladesh a tobacco-free country by 2040,” he added.

According to the survey of Dhaka Ahsania Mission on “Big Tobacco, Tiny Target- Bangladesh Report”, it has been found that about 81.87% of products of Sales system display tobacco products at a child’s eye level (1 metre).

Besides the discussion, other information and proposals regarding amendment of Tobacco Control Law were handed over to the MP. Among others, Mahfida Dina Rubiya, Project Manager of Health Sector, DAM, Muhammed Rubayet, Media Manager, Project Officer Audut Rahman Imon and Senior Program Officer Sharmeen Rahman were present during the meeting.

https://bangladeshpost.net/posts/ban-of-tobacco-products-display-at-sale-points-essential-to-save-youth-48747

2)

আলোকিত বাংলাদেশ

8 December, 2020.

‘তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা জরুরি’

রাঙ্গার সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

প্রিন্ট সংস্করণ

০০:০০, ০৮ ডিসেম্বর, ২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. মসিউর রহমান রাঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে

প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সঙ্গে বর্তমানে তরুণরা আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি; যা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামী ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয় কেন্দ্রে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সবাই নিরুৎসাহিত হয়।

তিনি আরও বলেন, এখনই সময় জরুরিভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে, সংসদে বা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন।

সংসদ সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা অদ্ভুত রহমান ইমন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনবিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করা হয়। প্রস্তাবনাসমূহ হলো ক) গণপরিবহন ও রেস্তোরাঁয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসব স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা; খ) বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট আমদানি, বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি’ বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্ক বার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি|

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/26701/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF

3)

আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী- মসিউর রহমান রাঙ্গা

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি।

যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।
তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন। সাক্ষাতকালে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন।

প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি’বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি ।

https://metronews24.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d/

4)

7 December, 2020.

আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী- রাঙ্গা

৭ ডিসেম্বর ২০২০ | ২০:৪৬ | নিজস্ব প্রতিবেদক

-

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল আজ ৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।

তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদ্ভুত রহমান ইমল।

সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন। প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি।

https://www.thecrimebd.com/news/83989.detail

5)

Teknaf Today

7 December, 2020.

/ টপ নিউজ / আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী-মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী-মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

প্রকাশিতঃ ৭:৪৪ অপরাহ্ণ, ডিসেম্বর ৭, ২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল আজ (০৭ ডিসেম্বর ২০২০) বেলা ১১.০০ ঘটিকায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।

তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন। সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন। প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি ।

HTTPS://TEKNAFTODAY.COM/2020/12/07/%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D/

6)

Bangladesh Bulletin

7 December, 2020.

তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী- রাঙ্গা

বুলেটিন ডেস্ক

২০২০-১২-০৭ ২১:০৬:৩৪ / Print 4Shares
তরুণ ও আগামী প্রজন্ম রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি।

আজ সোমবার ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল বিরোধী দলীয় এই চীফ হুউপের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এই মন্তব্য করেছেন।

সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ওই প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎকারে মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, 'বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা।'

'সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।'

সাবেক এই প্রতিমন্ত্রী বলেন, তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন। সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করা হয়।

প্রস্তাবনাসমূহ হলো: গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; তামাক কোম্পানির ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি’বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি ।

বাবু/জেআর

https://bd-bulletin.com/main/article/5191

7)

8 December, 2020

রাজনীতি

তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী : মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি
December 8, 2020 bdmetronews

বিডিমেট্রোনিউজ ডেস্ক ॥ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল ৭ ডিসেম্বর সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা একমত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরো বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।

তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা অদুত রহমান ইমন।

সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন।

প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি ।

http://bdmetronews24.com/archives/70705

8)

7 December, 2020.

ঢাকা বিভাগ

আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী-মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি

মোহাম্মদ রুবায়েত :
সময় : 2020-12-07 19:08:14

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল আজ (০৭ ডিসেম্বর ২০২০) বেলা ১১.০০ ঘটিকায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।
তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।
তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।
সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদ্ভুত রহমান ইমন।
সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন। প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি।

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/34721/31

9) Banglar Nobokontho

8 December, 2020.

প্রচ্ছদ > জাতীয় >

রাঙ্গার সঙ্গে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

'তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা জরুরি'

অনলাইন ডেস্ক | মঙ্গলবার, ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ | পড়া হয়েছে 2 বার

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. মসিউর রহমান রাঙ্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে

প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সঙ্গে বর্তমানে তরুণরা আরও বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি; যা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামী ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয় কেন্দ্রে সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সবাই নিরুৎসাহিত হয়।

তিনি আরও বলেন, এখনই সময় জরুরিভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে, সংসদে বা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন।

সংসদ সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা অদ্ভুত রহমান ইমন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনবিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করা হয়। প্রস্তাবনাসমূহ হলো ক) গণপরিবহন ও রেস্তোরাঁয় শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসব স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা; খ) বিক্রয় কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্ট আমদানি, বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয়

নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি’ বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্ক বার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি|

https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%b0/

10)

8 December, 2020.

আগামি প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন নিষিদ্ধ জরুরী- মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক / ৩৪ Time View

Update : মঙ্গলবার, ৮ ডিসেম্বর, ২০২০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের এক প্রতিনিধি দল আজ (০৭ ডিসেম্বর ২০২০) বেলা ১১.০০ ঘটিকায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও রংপুর-০১ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টি বিরোধী দলীয় চীফ হুউপ মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা,এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎকালে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দূর্বল দিক ও এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উল্লেখ্য বিস্তারিত আলোচনার সাথে মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি, একমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা ও প্রদর্শনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সেই সাথে বর্তমানে তরুণরা আরোবেশী আকৃষ্ট হচ্ছে ই-সিগারেট বা এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষতিকর পণ্যের প্রতি। যা স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতি সাধনসহ তরুণদের ঠেলে দিচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্যের দিকে। বিনষ্টের পথে তরুণ ও আগামী প্রজন্ম এবং দেশ হারাচ্ছে আগামি ও বর্তমান কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী।

তাই তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিক্রয়কেন্দ্রে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শন বন্ধ করা, ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন ও বাজারজাত করণ নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি আইনের যেসকল দূর্বল দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক ব্যবহারের স্বাস্থ্য ক্ষতি সর্ম্পকে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে তামাক চাষ বন্ধ ও এ ধরনের পেশা পরিবর্তনে সরকারকে বিকল্প র্কমসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনে সকলে নিরুসাহিত হয়।

তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আইনের এই দূর্বল দিকগুলো বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। তাই এখনই সময় জরুরীভিত্তিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে সকল জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশ্বাস প্রদান করেন যে সংসদে বা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করবেন।

সম্মানিত সাংসদের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালটেন্ট, মাহিফদা দীনা রুবাইয়া, তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মিডিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ রুবায়েত এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান,প্রকল্প কর্মকর্তা অদ্ভুত রহমান ইমন।

সাক্ষাতকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন বিষয়ক তথ্যপত্র ও প্রস্তাবনাসমূহ হস্তান্তর করেন। প্রস্তাবনাসমূহ ছিল: ক) গণপরিবহন ও রেস্তোঁরাসমূহে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে এসকল স্থানে স্মোকিং জোন নিষিদ্ধ করা ; খ) বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা; গ) ই-

সিগারেটের মতো ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টসমূহ আমদানি, বাজারাতকরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঘ) বিড়ি-সিগারেটের সিঙ্গেল স্টিক বা খুচরা শলাকা এবং প্যাকেটবিহীন জর্দা-গুল বিক্রয় নিষিদ্ধ করা; ঙ) তামাক কোম্পানির 'সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি'বা সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা; এবং চ) সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করে ৫০% থেকে ৯০% এ উন্নিতকরণ এবং প্লেইন প্যাকেজিং প্রবর্তনের জন্য সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের প্রমিত মোড়ক প্রচলন করা প্রভৃতি।

https://bbcekottor.com/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%bf-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d/